যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে লড়েছে মার্কিন গণমাধ্যম

সাবেক স্টেট সেক্রেটারি ও ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে ২০১৬ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার নির্বাচনে মার্কিন গণমাধ্যম বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনেকেরই ধারনা ছিল ট্রাম্প জয়লাভ করবেন না, জনপ্রিয়তার দিক থেকে হিলারি ছিলেন এগিয়ে। বলা হয়, ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়া বিতর্কিত ভুমিকা পালন করেছে। অতীতে কখনই মিডিয়ার এমন অবস্থান কেউ দেখেননি। কারণ অনেক মার্কিন পত্রিকা, টেলিভিশন চ্যানেল প্রকাশ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান নেয়। আর হিলারিকে একজন ত্রুটিপূর্ণ প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরে, যা মার্কিন গণমাধ্যমের সুষ্ঠু নির্বাচনকেন্দ্রিক নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিন্ধ করে।

শুধু তাই নয়, একদিকে ট্রাম্পের প্রশংসা এবং অন্যদিকে হিলারি ক্লিনটনের ত্রুটি ধরে তুলতে ব্যস্ত ছিল মার্কিন গণমাধ্যম। এই অবস্থানই মার্কিন জনগণের কাছে বিতর্ক তৈরি করে নির্বাচন নিয়ে। মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর অনেকেই সেদেশের গণমাধ্যমকে ট্রাম্পের উত্থানের জন্য দায়ী করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে ‘ঐতিহ্যগত’ ভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে গণমাধ্যম প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৬০ সালের নির্বাচন থেকে এই প্রথা প্রচলিত। কারণ প্রার্থীর খবর যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ গণমাধ্যম থেকেই বেশি পেয়ে থাকে। একজন প্রার্থীর বিষয়ে কীভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, কতটুকু করা হচ্ছে এবং কী উপায়ে করা হচ্ছে তার প্রতি নাগরিকদের আলাদা দৃষ্টি থাকে। আর সেই দৃষ্টি থেকেই মার্কিন গণমাধ্যমের এই বিতর্কিত অবস্থান সবার নজরে আসে।

অন্যদিকে হিলারির পক্ষে যে গণমাধ্যমের অবস্থান ছিল না এমনটিও নয়। যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যের ১৩৪ বছর বয়সী পুরনো পত্রিকা ‘দ্য অ্যারিজোনা রিপাবলিক’ দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙ্গে অবস্থান নিয়েছিল হিলারির পক্ষে। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত রিপাবলিকানদের

পক্ষে কাজ করা এই পত্রিকা একদিন ছাপিয়ে ফেলল – ‘ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য নন’ । আর তাতেই বোঝা গেল পত্রিকাটি কাজ করছে হিলারির পক্ষ নিয়ে। এরপর আরেক নজির স্থাপন করে ইউএসএ টুডে। মার্কিন নির্বাচনে নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করা পত্রিকাটি লিখে – ট্রাম্প যোগ্য নন।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী ট্রাম্প অনেক সম্পদের মালিক। সেই অনুযায়ী তিনি মার্কিন বিলিয়নিয়ারদের পক্ষে কথা বলে আসছেন। তার কাছে প্রায়োরিটি ছিল ব্যবসায়ীরা। তাই ওয়ালস্ট্রিটকেন্দ্রিক ব্যবসায়ীরা তার পক্ষে অবস্থান নেন এবং তার প্রভাব দেখা যায় গণমাধ্যমে। তাই মার্কিন বিশ্লেষকরা কেউ কেউ মনে করেন, রাজনীতি থেকে দূরে থাকা ট্রাম্পের উত্থানের পেছনে মিডিয়ার ভুমিকা অপরিসীম। নারী বিদ্বেষী, অভিবাসী এবং মুসলিম সমাজ নিয়ে নানা কট্টর মন্তব্যের মধ্যেও তাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এছাড়া মার্কিন গণমাধ্যম হিলারির ইমেইল কেলেংকারি নিয়ে যতটা সরব ছিল অতটা সরব ট্রাম্পের কর ফাঁকির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। অবস্থা দেখে একজন বিশ্লেষক মন্তব্য করেছেন, ‘মার্কিন টেলিভিশনগুলো যেন ট্রাম্পের হাতে তাদের মাইক্রোফোন তুলে দিয়েছিল’।

এছাড়া নির্বাচনকেন্দ্রিক নানা প্রতিবেদন, সম্পাদকীয়, বিশ্লেষকদের মতামত দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা নেই। আবার এই কারণে ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন- তার পেছনে লেগেছে গণমাধ্যম! কারণ তিনি প্রকাশ্যেই তার ক্যাম্পেইনের সময় গণমাধ্যমের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। তার পক্ষে অনেক গণমাধ্যম থাকলেও রাজনৈতিক স্টান্টের কারণে বলেছিলেন, গণমাধ্যমকে নরকে যাওয়ার কথা।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বছরে যখন যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশ করছে, তখন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা প্রায় বিপরীত দুটি সংবাদ মাধ্যমে আস্থা রাখছে।

তাদের গবেষণায় দেখানো হয়, মিডিয়া উৎসগুলোর ব্যবহার এবং বিশ্বাসে পক্ষপাতমূলক মেরুকরণ গত পাঁচ বছরে বিস্তৃত হয়েছে। রিপাবলিকানদের একটি বড় অংশ ৩০টি উৎসের মধ্যে ২০টির আস্থা প্রকাশের চেয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করে। মাত্র সাতটি আউটলেট রিপাবলিকানদের মধ্যে অবিশ্বাসের চেয়ে বেশি আস্থা তৈরি করে, এর মধ্যে আছে ফক্স নিউজ এবং হোস্ট শন হ্যানিটি এবং রাশ লিম্বোগের টক রেডিও প্রোগ্রাম।

ডেমোক্র্যাটদের জন্য, সংখ্যাটি প্রায় বিপরীত। ৩০টি উৎসের মধ্যে ২২টিতে অবিশ্বাস প্রকাশের চেয়ে ডেমোক্র্যাটদের বড় অংশ আস্থা প্রকাশ করে। ফক্স নিউজ, শন হ্যানিটি এবং রাশ লিমবাগসহ মাত্র আটটি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

২০২০ সালে বাইডেন জয়লাভের পর প্রিন্স অব লিচেনস্টাইন মাইকেল এক নিবন্ধে বলেছেন, নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গণমাধ্যম, যারা পেশাদার রিপোর্টিং এবং সম্পাদনার চেয়ে তাদের মতামত এবং স্ব-সংজ্ঞায়িত ‘নৈতিকতা’ প্রচার করতে বেশি আগ্রহী ছিল। নির্বাচনের পরেও সাংবাদিকতার মানদণ্ডের এই বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধ হবে না এবং এটি আরও প্রতিফলিত হবে।

তার মতে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া স্পষ্টতই পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পোস্টের দৃশ্যমানতা সীমিত করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সম্প্রচার মাধ্যম এবিসি, সিবিএস, সিএনবিসি এবং এমএসএনবিসি ট্রাম্পের ভাষণে বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি, যিনি প্রায় অর্ধেক ভোট পেয়েছিলেন, তাকেও বাঁধা দেওয়া হয়েছিল এবং সম্প্রচারটি তার বক্তব্যকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। সিএনবিসির মডারেটর বলেন, ‘আমরা এতে বাধা দিচ্ছি, কারণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যা বলছেন তা অনেকটাই অসত্য’।

তিনি মনে করেন, এটি করার মাধ্যমে, মিডিয়া আমেরিকান জনগণকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের দেওয়া ভাষণ থেকে বঞ্চিত করেছিল। কেউ ট্রাম্পের সাথে একমত হোক বা না হোক, মার্কিন নাগরিকদের তাদের রাষ্ট্রপতি কী বলেছেন তা শোনার অধিকার রয়েছে। মিডিয়ার বর্তমান অবস্থার দিকে তাকালে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে- ‘ডেনমার্ক রাজ্যে কিছু পচে গেছে’।

কোটচাঁদপুরে সাংবাদিকদের সাথে

মডেল থানার নবাগত ওসির মতবিনিময়

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মডেল থানার নবাগত অফিসার ইনর্চাজ আল-মামুন এর সাথে মতবিনিময় ও পরচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি চাকরি জীবনে বিভিন্ন থানায় ও ঝিনাইদহ ডিএসবির গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানাই।

আজ সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর)সন্ধায় মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজের কার্যালয়ে এ সভা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মানবজমিন প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম,কালের কন্ঠ প্রতিনিধি কাজী এনাম আহাম্মদ মৃদুল, য়ায়য়ায়দিন প্রতিনিধি আলমগীর খান, পূর্ব অঞ্চল প্রতিনিধি শেখ ইসমাইল হোসেন, আমার সংবাদ প্রতিনিধি মঈন উদ্দিন খান,দৈনিক বীর জনতা পত্রিকা নিজস্ব প্রতিবেদক আব্দুল্লাহ বাশার, ভোরের দর্পন প্রতিনিধি আনোয়ার জাহিদ জামান, আমাদের সময় প্রতিনিধি আব্দুর রউফ, মাথাভাঙা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ মুকুল, ঢাকা অধিবেশন সবজি আহমদ বকুল,গ্রামের কন্ঠ প্রতিনিধি বাবলু মিয়া,এই আমার দেশ প্রতিনিধি আবুল হাসান, প্রতিদিনের কন্ঠ প্রতিনিধি দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় শুরু হয় উন্মুক্ত আলোচনা। অফিসার ইনর্চাজ কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও উপজেলা বাসির জান মালের নিরাপত্তা স্বাভাবিক রাখতে সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

গণমাধ্যমেও মার্কিন ভিসানীতি: সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ

প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের গণমাধ্যমও মার্কিন ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে পারে- পিটার হাসের এমন বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। তারা বলছেন, এটা গণমাধ্যমে ভীতির পরিবেশ তৈরি করবে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তারা বলছেন, গণমাধ্যম স্বাধীন সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে চলে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত শুক্রবার ভিসানীতি প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র। তাতে বলা হয়, এই ভিসানীতির আওয়াতায় পড়বেন সরকারি দল, বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এমন ঘোষণার দুই দিনের মাথায় রোববার ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জানিয়েছেন, এই ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমও আসতে পারে।

পিটার হাসের এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিকে নেতা ও গণমাধ্যমকর্মীরা। বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, “প্রশ্ন হলো- গণমাধ্যম সব সময় ন্যায় বিচার, মানবাধিকার, অপশাসন, অন্যায়, অবিচার, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করে। মানুষের ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। সেখানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে। এটা হলে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ হবে।” ভয়-ভীতির পরিবেশের মধ্যে কাজ করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, “এটা মেন আমাদের জন্য কাম্য নয়, কেমনি যারা বিধিনিষেধ আরোপ করবে তাদের জন্যও কাম্য নয়। ”

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “মিডিয়া কীভাবে একটা দেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ করে সেটা আমার বোধগম্য নয়। একটা টিভি চ্যানেলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মিডিয়া বিষয়ে যা বলেছেন সেটা পরিস্কার নয়। যারা স্বাধীন গণমাধ্যমের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে- তারা কীভাবে মিডিয়ার বিষয়ে এমন কথা বলে, এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে?” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন,

“ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রতিটি গণমাধ্যম নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিতে চলে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্থ বা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেটা দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে।

দীপ আজাদ বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সে দেশের গণমাধ্যমগুলো সে দেশের দল বা প্রার্থীকে সমর্থন দেয়। এটা তাদের সম্পাদকীয় নীতি। বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যম যদি গণতন্ত্র ধ্বংস বা ব্যহত করার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে সেটিকে আমরা গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করি না। সেটিকে আমরা সংগঠন বা ব্যক্তির মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করি।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বলেন, “আমরা মনে করি এটি স্বাধীনতারে উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য আমাদের সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্থ করবে। স্বাধীন মত প্রকাশের এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা বা হস্তক্ষেপ সাংবাদিকদের ভীত করে তুলবে।”

ঝিনাইদহে চ্যানেল ২৪’র সাংবাদিকের উপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে চ্যানেল ২৪’র জেলা প্রতিনিধি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সদস্য সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলার প্রতিবাদ ও আসামীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব, ঝিনাইদহ টেলিভিশন সাংবাদিক ফোরাম, রিপোটার্স ইউনিটি, প্রেস ইউনিটি, বাংলাদেশ

প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্টনিক্স মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা অংশ গ্রহন করে।

সেসময় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান,সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান টিপু, সিনিয়র সাংবাদিক বিমল সাহা, নিজাম জোয়াদ্দার বাবলু, সাইফুল মাবুদ, দেলোয়ার কবির, আসিফ ইকবাল কাজল।

টেলিভিশন সংবাদিক ফোরামের সভাপতি শিপলু জামান, সাধারণ সম্পাদক রাজিব হাসান, মাইটিভির জেলা প্রতিনিধি মিঠু মালিথা, রিপোটার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, প্রেস ইউনিটির সভাপতি শাহিদুল এনাম পল্লব, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি স্বপন মাহমুদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা, সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলাকারী প্রধান আসামী ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে বাকী আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবী জানান। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

উল্লেখ, গত বৃহস্পতিবার রাতে শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের উপর হামলার চালিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে স্থানীয় বখাটে বিপ্লব, ফিরোজসহ অন্যান্যরা। এ ঘটনায় বিপ্লবকে আটক করা হলেও বাকী আসামীরা এখনও আটক হয়নি। মানববন্ধনে প্রেসক্লাবের সভাপাতি এম রায়হান বলেন, সাংবাদিক সাদ্দামের উপর যারা হামলা করেছে তারা যত শক্তিশালীই হোক না কে তাদের কে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক বিচার করতে হবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে পুলিশের তৎপরতায় প্রধান আসামী বিপ্লবকে গ্রেফতার করায় তিনি পুলিশ সুপারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বাকী আসামীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবী জানান।

ঝিনাইদহে চ্যানেল-২৪’র সাংবাদিক সাদ্দাম হোসেনের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এনটিভির উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেলেন রেজ আন উল বাসার তাপস

দ্রুততম সময়ে মিলিয়ন ভিউয়ের মাইলফলক অর্জন করা ভিডিও বিবেচনায় উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেয়েছেন এনটিভির মেহেরপুরের রেজ আন উল বাসার তাপস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এনটিভির প্রধান কার্যালয়ে রেজ আন উল বাসার তাপসসহ পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। এনটিভির পরিচালক আলহাজ্ব নুরুদ্দীন আহমেদ ও মো. আশফাক উদ্দিন আহমেদ প্রত্যেক কর্মীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

এ সময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ও তাঁর কন্যা রোজা আলী সামাভিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির সব বিভাগের প্রধান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের সাথে আগামীর পথে’ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল সংবাদ তুলে ধরার পাশাপাশি দ্রুত সময়ে তা জনসাধারণের আরও কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে দর্শকনন্দিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছেছে এর ফেসবুকে পেজ, ছুঁয়েছে দুই কোটির বেশি মানুষের হৃদয়। শুধু সংবাদই না, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্তের ভিডিও দর্শকের মন জয় করে হচ্ছে ভাইরাল। ডিজিটাল প্লাটফর্মে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাদের ভিডিওচিত্র অধিক ভাইরাল হচ্ছে, তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে উদ্দীপনামূলক পুরস্কার দিচ্ছে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলটি। তারই ধারাবাহিকতায় এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলীর নির্দেশনায় এবার ৩৪ জন পেলেন এই পুরস্কার।

[redacted]

[redacted]

উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। সাংবাদিক পুলিশ আমরা ভাই ভাই, আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করবো, আজ দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই হোক আমাদের সকলের প্রত্যয়।

সরকারের উন্নয়ন তৃণমুল পর্যায়ে পর্যন্ত পৌছে গেছে -এমপি খোকন

রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার বহুতল ভবন নির্মাণ, গাংনী উপজেলার প্রশাসনিক ভবন, সাব রেজিস্ট্রার ভবন, মসজিদ নির্মাণ, নদী খনন থেকে শুরু করে বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, শিশু ভাতা সব কিছুর উন্নয়ন হয়েছে। সাংবাদিকদের উচিৎ সরকারের উন্নয়নগুলো তুলে ধরা। তিনি বলেন সাংবাতিকতায় দল মতবাদ থাকতে পারে। কিন্তু দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে চিত্রটি তুলে ধরা উচিৎ।

আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম এ লিংকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময়কালে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদ বিশ্বাস পচু, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি সামসু্জ্জামান মঙ্গল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান, গাংনী পৌর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহিবুল ইসলাম।

গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, সিনিয়র সাংবাদিক

জুলফিকার আলী কানন, সাহাজুল সাজু, মাসুদ রানা প্রমুখ। এসময় গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন আরও বলেন, আমি এমপি হওয়ার আগে গাংনী উপজেলার শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে চেয়েছি। আমার স্বপ্ন ছিল প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাস করে আমাদের ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। এমন স্বপ্ন থেকে মহান জাতীয় সংসদে একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় দাবী করেছি। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী আমাদের জেলাতে মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছেন। মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়ক নির্মাণ ফোর লেনসহ বারবার দাবী করেছি প্রধানমন্ত্রী আমাদের মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কটি ফোর লেনসহ অনুমোদন দিয়েছেন। যা এখন চলমান রয়েছে। যেসব এলাকার রাস্তা-ঘাটে কাঁদায় চলাচল করা যেতো না সেইসব রাস্তাগুলি এখন পাকা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। মানুষ স্বচ্ছন্দে চলাচল করছে। এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি আইন শৃংখলার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। এখন গোয়ালের গরু পাহারা দেওয়া লাগেনা। রাতে কৃষকরা তাদের গোঁয়ালে গরু রেখে আরামে ঘুমাতে পারেন।

এমপি খোকন আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা এই সরকারের আমলে আরামে ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা করছেন। কেউ তাদের কাছে গিয়ে চাঁদা দাবী করেনা। জোর জুলুম বা মাস্তানী নেই। এই উপজেলার মানুষ এখন রাজনৈতিক হানাহানি থেকে মুক্ত রয়েছেন।

সাংবাদিকদের নিজস্ব পরিচয় তৈরিতে প্রেস কাউন্সিল কাজ করছে

“সাংবাদিকদের মান উন্নয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে সাংবাদিকদের ডাটাবেইস তৈরি কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩২টি জেলা থেকে সাংবাদিকদের তালিকা পেয়েছি, সেগুলো যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত বাকি জেলাগুলো থেকেও আমরা তালিকা পেয়ে যাব। একই ভাবে আমরা সকল

মিডিয়া হাউসগুলো থেকেও সাংবাদিকদের তালিকা চেয়েছি। যাতে করে সাংবাদিকদের নিজস্ব একটা পরিচয় তৈরি হয়।”

আজ বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে “গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, “জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল গঠণ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকবান্ধব ছিলেন, তিনি চাইতেন না কোন সাংবাদিকের হাতে যেন হাতকড়া না পড়ে। তিনি বলতেন, একজন সাংবাদিক সমাজের যে কোন শ্রেণীর থেকে উচ্চতর শ্রেণীর। ওই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের থেকে সাংবাদিকদের বেতন বেশি ছিলো।”

চেয়ারম্যান বলেন, “প্রেস কাউন্সিলে নতুন কেউ তালিকাভুক্ত সাংবাদিক হতে চাইলে তাকে স্নাতক পাশ হতে হবে। তবে কারো যদি সাংবাদিকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে সেক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল থাকবে।

মিডিয়া হাউসগুলো যাতে করে ওয়েজবোর্ড মেনে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দেয় সে ব্যাপারে আমরা তাদের বলেছি এবং একই সঙ্গে তারা যদি এ নির্দেশনা না মানে তাহলে তাদের সুবিধাদি বন্ধ করার জন্য সরকারকেও আহবান জানিয়েছি। আমরা আশা করছি ক্রমে এগুলো বাস্তবায়ন হবে।”

প্রেস কাউন্সিল আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমরা কিছু সংশোধনী নিয়ে এসেছি। খুব শিঘ্রই সংসদে এ আইন পাশ হবে। বিদ্যামান আইনে ১০ লাখ টাকা জরিমানার বদলে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে দেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সময় টিভি প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত। সেমিনার জেলায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৬০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

[redacted]

[redacted]

ভাইরাল করে। আসামীদের মিথ্যা অপপ্রচার করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এবং অনুসন্ধানী ও সুস্থ ধারার সাংবাদিক গোষ্টীর পথ রুদ্ধ করেছে বলে বাদী অভিযোগ করেন।

মামলায় বাদীর পক্ষে খুলনার সিনিয়র আইনজীবী ইকবাল আহমেদ, মিঠু চন্দ্র বসাক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন। বাদী পক্ষের আইনজীবীরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর বিরুদ্ধে মিথ্যা চাঁদাবজীর অভিযোগ তোলায় গত ৩০ জুলাই মেহেরপুরের সাংবাদিক সমাজ জেলা প্রসাশকের কার্যালয়ের সামনে একটি মানববন্ধনও করে।